জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন থেকে আহিরণের পথে ফল্গু সেতুতে সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা, হতাহত ২০০

বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, ২৪ অকটোবর—গতকাল সকাল ১০-৪৯ মিনিটে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে আহিরণ ফ্ল্যাগ ষ্টেশনের কাছে ফল্গু নদীর উপর জেহেলিনগর রেল সেতুতে ৩৭৯ আপ কাটোয়া—বারহারোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুটি বগি ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেতু থেকে নদীর মধ্যে পড়ে যায়। তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণরূপে, আর একটি আংশিকভাবে জলমগ্ন হয়। আরো একটি বগি নীচে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং একটি বগি উলটে পড়ে। হতাহত হন প্রায় ২০০ যাত্রী। এর মধ্যে ২৩ জনের মৃত্যু সংবাদ ও ৯৮ জনের আহত সংবাদ সরকারীভাবে সমর্থিত হয়। ৩৭৯ আপ কাটোয়া—বারহারোয়া লোকাল ট্রেনটির দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে বেলা সওয়া এগারটা নাগাদ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেখি, ট্রেনের ইঞ্জিনটি ফল্গু সেতুর উপর লাইনচ্যুত হয়ে রয়েছে। ৪টি বগির মধ্যে দুটি বগি জেহেলিনগর সেতুর একদিকের রেলিং ভেঙে একটি সম্পূর্ণরূপে আর একটির একাংশ ফল্গু নদীতে ডুবে গিয়েছে। আরো দুটি বগির একটি ওই নদীর পারে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। অপর বগিটি উল্‌টে পড়ে রয়েছে। ঘটনাস্থলের ৫০ গজ দূরের আলমপুর গ্রামের লোকেরা এসে ওই নদীতে নেমে পড়েছেন। চারিদিকে হৈ চৈ, আহতদের আর্ত চিৎকার, পুলিশের ভীড়। তখনও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা বা ডাক্তাররা এসে পৌঁছাননি। সাড়ে এগারটা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ শহর থেকে ট্রাক নিয়ে কিছু যুবক এসে হাজির হন। তাঁরা এসেই চটপট জলে নেমে পড়ে আহতদের তুলে নিয়ে ট্রাকে করে হাসপাতালে পাঠাতে থাকেন। ১১টা ৪০ মিঃ এর সময় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী ও কয়েকজন চিকিৎসক ঘটনাস্থলে হাজির হন। অবশ্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে ডাক্তার ও নার্স যান ১২টার পর। আমি ওখানে গিয়ে দেখি ঘটনাস্থলে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক অসিতবরণ চক্রবর্তী ও মহকুমা পুলিশ অফিসার ষড়ানন সাহা উপস্থিত রয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আজিমগঞ্জ থেকে রেল পুলিশের লোকেরা ছুটে আসেন। এর পর বেশ কয়েকটি জীপ, এ্যাম্বুলেন্স, ও ট্রাকে করে আহত ব্যক্তিদের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো শুরু হয়। যুবক, গ্রামবাসী, পুলিশ, স্বাস্থ্যকর্মীরা মিলিতভাবে ডুবে যাওয়া রেলের বগি থেকে মৃতদেহ বার করতে শুরু করেন। মোট ২২টি মৃতদেহ পাওয়া যায়। হাসপাতালে আরো ৭ জনের মৃত্যু ঘটে। ৯৮ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার মধ্যে ৩২ জন মহিলা। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৩৫ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এবং ৬৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ৩৪ জন পুরুষ ও ১৯ জন মহিলা। ১০ জনকে বহরমপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পরে হাসপাতালে ১ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ওই ট্রেনটি জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন থেকে ১০টা বেজে ৩৮ মিনিটে ছাড়ে এবং প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে আহিরণ রেল ষ্টেশনের কাছাকাছি ফল্গু নদীর ওপর জেহেলিনগর সেতুতে ১০টা ৪৯ মিনিটের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওই রেলের আর এম এস (রেলওয়ে মেল সার্ভিস) বগিটি অল্পের জন্য রক্ষা পায়। জানা গিয়েছে, সেতুর কাছে রেল লাইনে কাজ চলছিল। রেল লাইন মেরামতের জন্য লাইনটি খুলে রেখে মিস্ত্রীরা নীচে নেমেছিল। সেই সময় রেলটি এসে পড়ায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে রেলের অফিসার ও

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

জঙ্গিপুর
সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
২৪শে অকটোবর, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

দুর্ঘটনায় কতজন মারা গেলেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ অকটোবর—মঙ্গলবার সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় সঠিক কতজন মারা গেলেন—২৩, ২৯ না ৭০ ; নাকি আরো বেশী ? সহজে এই প্রশ্নের উত্তর মেলা ভার। আজকের খবরে জানা গেল, ডুবুরি একটি মৃতদেহ তুলে ঘোষণা করেন, নিমজ্জিত বগিতে আর কোন মৃতদেহ নাই। অপরদিকে রঘুনাথগঞ্জ শহরের উদ্ধারকারী দু'জন যুবক বাবুয়া রুদ্র ও বেণু চ্যাটারজি জানান, উদ্ধারের কাজে নেমে ওই বগিতে অনেক মৃতদেহের স্পর্শ তঁারা পেয়েছেন। স্রোত এবং ঘোলা জলের দরুণ ভেতরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

একজন বৃদ্ধাযাত্রী বলেন, তাঁর কামরায় প্রায় ২৫ জন মহিলা যাত্রী ছিলেন। আজিমগঞ্জ থেকে কয়লা ; মনিগ্রাম, গনকর প্রভৃতি ষ্টেশন থেকে ঘুঁটে এবং মির্জাপুরের চালের আড়ত থেকে প্রচুর লোক চাল নিয়ে এই ট্রেনেই নিয়মিত যান। এঁদের মধ্যে প্রচুর বালিকা, কিশোরী ও বয়স্কা মহিলা থাকেন। এঁদের গন্তব্যস্থল বারহারোয়া পর্যন্ত। এছাড়াও দুলালকালীর পূজো দিতে বহু যাত্রী, অধিকাংশই মহিলা সুজনীপাড়া যাচ্ছিলেন। তার ওপর বাস ধর্মঘটের দরুণ রেলযাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যায়। অনেক ব্যক্তি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ছুটির পর কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছিলেন। ষ্টেশনের রিক্সাওয়ালারাও বলে ট্রেনে প্রচুর ভীড় ছিল। ঘটনার দিন রাত্রি ১টার সময় আনন্দবাজারের সাংবাদিক সুদেব রায় চৌধুরী সুনিশ্চিত-ভাবে ৭০টি মৃতদেহ দেখেছেন যার মধ্যে মহিলা ২০ জন। তাহলে মৃতদেহ এত কম কেন হোল ? গুজব—একটি লাল ভ্যান একং একটি লরি। (অনেকের মতে বি এস এফ এর) সন্ধ্যে থেকেই অকুস্থলে ছিল। রাত্রি ১০টার সময়েও অনেকে এগুলিকে দেখেছেন। ভোর ৫টার সময় কিন্তু গাড়ী দুটিকে আর দেখা যায়নি। মার্কারী ভেপার ল্যাম্প দিয়ে স্থানটি দিনের মত আলোকিত রাখা হয়েছিল। মাঝরাতে কিছুক্ষণের জন্য আলো নিবে যায়। মন্ত্রীমশায় আসার আগেই আলো জলে ওঠে এবং সেই সময় থেকেই গাড়ী দুটিকে আর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৬।

হতভাগ্য ৩৭৯ আপ

গতকাল জঙ্গিপুর রোড ও আহিরণ ফ্ল্যাগ ষ্টেশনের মাঝে ফল্গু নদীর সেতুর উপর ৩৭৯ আপ কাটোয়া-বারহারোয়া লোকাল ট্রেনটি যে দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তাহা সাম্প্রতিককালের মধ্যে ভীষণতম বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এমন ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা এবং বহু হতভাগ্যের এরূপ নির্মম পরিণতি, এতদঞ্চলে দীর্ঘদিন শ্রুত বা দৃষ্ট হয় নাই।

রেল দুর্ঘটনা নূতন কিছু ব্যাপার নয়। সারা ভারতের এখানে সেখানে ঘটিয়া থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার বিশেষ দিক থাকে। আলোচ্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। ৩৭৯ নং আপ ট্রেনটি জঙ্গিপুর রোড ছাড়িয়া রওয়ানা হয়। আহিরণ ফ্ল্যাগ ষ্টেশনের নিকটস্থ ফল্গু নদীর সেতুর উপর গিয়া বিপর্যয় ঘটিল।

যতদূর জানা গিয়াছে, দুর্ঘটনাস্থলে রেল লাইনের মেরামতির কাজ হইতেছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই গাড়ী চলিতেছিল। রেল ইঞ্জিন পার হইবার পর রেলবগি লাইনচ্যুত হয়। এই লাইনচ্যুতি কেন ও কিভাবে ঘটিল তাহা তদন্ত সাপেক্ষ। কিন্তু ফল্গু নদীতে পড়িয়া যাওয়া দুখানি রেলবগির হতভাগ্য যাত্রীদের সলিল সমাধি ঘটিয়া গেল এবং অপরাপর বিধ্বস্ত বগিগুলির যাত্রীদের প্রাণান্ত হইল।

এত যে কাণ্ড হইল, তাহাতে প্রাণ-হানি ঘটিল ২৫।২৬ জনের! বেতার সংবাদে তাহাই বলিতেছে। দুখানি বগি জলের তলে এবং আর যেখানি চূর্ণ, তাহার দরুণ মৃতের এই প্রচারিত সংখ্যা নিছক স্বপ্ন ছাড়া আর কি বলা যায়? আমরা মনে করি মৃত্যুর খতিয়ানে তিনশতাধিকের কম হইবে না। সুতরাং প্রশ্ন এই যে, এমন হিসাব প্রচার করা কোন্ সুবুদ্ধির পরিচায়ক? বলা যাইতে পারিত, ঐরূপ সংখ্যক মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। সাধারণ মাত্রারও কাণ্ডজ্ঞান যাহার আছে, সেই বলিবে ইহা কতখানি তথ্যভিত্তিক।

অতঃ কিম্? বহু মৃত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। পরবর্তীকালে গলিত শবদেহ পাওয়া গেলেও তাহাদের পরিবারবর্গ কোন পাত্তা পাইবেন না এবং প্রমাণ নির্ভর কিছু দিতেও পারিবেন না। ফলে ঢক্কানিনাদিত যে অর্থসাহায্য, তাহা পাইতে যেমন অনেকে নাজেহাল হইবেন, বঞ্চিতও অনেকে হইবেন। সর্বোপরি যে সত্য তাহা এই যে, বহু পরিবার আজ নূতন এক বিপদের সম্মুখীন এবং তাহা হইতেছে তাহাদের জীবনধারণের সমস্যা।

দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। তদন্তও একটি হইবে। তাহাতে মৃতের কিছু যায় আসে না। এই লাইনে কাটোয়া হইতে বারহারোয়া পর্যন্ত বহু মরণফাঁদ পাতা আছে। বলা বাহুল্য লাইনটি যারপরনাই উপেক্ষিত। গত বৎসরের প্রবল বর্ষণ ও বিধ্বংসী বন্যায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এই রেলপথের উপযুক্ত মেরামতি কোথাও হয় নাই। শুধু ছাই ফেলিয়া জোড়া-তালি দিয়া লাইনে গাড়ী চালানো হইতেছে। সাঁকোপাড়া হইতে তিলডাঙ্গা, জঙ্গিপুরের উত্তরে নিস্তার পুল, মহীপাল ফ্ল্যাগ ষ্টেশনের অগ্রবর্তী পুল এবং শিবলুন-গঙ্গাটিকুরির মধ্যবর্তী রেলপথ রক্তপিপাসু হইয়া আছে। এই সকল স্থানে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। এতদঞ্চলে শুধু গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণ করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না, বারহারোয়া হইতে কাটোয়া অবধি লাইনের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন নিজেই একটি মরণফাঁদ। দুই ধারে দীর্ঘ উঁচু প্লাটফরম, কিন্তু ওভারব্রীজ নাই। দুই নম্বর প্লাটফরম হইতে যাত্রিগণ ইঞ্জিনের সম্মুখ দিয়া লাইন অতিক্রম করেন বাধ্য হইয়া। কয়েক বৎসর হইল ওভারব্রীজ অনুমোদন লাভ করিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাহা বাস্তবে রূপান্তরিত হয় নাই। এই অবসরে যাত্রিগণ জানিতে চাহিতেছেন, মানুষের প্রাণের চাইতেও কি একটি ওভারব্রীজ বেশী মূল্যবান?

দক্ষিণের হাতছানি

শ্রীবরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি আরও দু'দিন মাদ্রাজে থেকে গেলাম।

এই দু'দিন মাদ্রাজের পথে-ঘাটে এলোমেলো ঘুরে বেড়িয়েছি। পথের ধারের দোকানে কফির পাত্র নিয়ে বসেছি, অচেনা হোটেলে ঢুকে মহারাষ্ট্রীয় খানা খেয়েছি, সিনেমা হলে তামিল ছবি দেখেছি। একদিন গিয়েছিলাম 'হিন্দু' পত্রিকার অফিসে আর একদিন কলেজের একটি ছাত্রাবাসে।

অবশেষে এগিয়ে এল আমার তামিলনাড়ু ছাড়ার দিন। নির্দিষ্ট দিনে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশনে ক্যালকটা মেলে চেপে বসলাম। এবার অনেক ষ্টেশনে ট্রেন দাঁড়াচ্ছে। ছোট ছোট শহর, গ্রাম, রাস্তাঘাট, মানুষজন সব দেখতে দেখতে চলেছি। কৃষ্ণা নদীর ব্রীজ পার হলাম। পার হলাম গোদাবরী নদীর সেতু। দু'চোখ ভরে দেখলাম দক্ষিণ ভারতের পুণ্য-তোয়া দুই বিরাট নদী, আর স্নানরত হাজার হাজার পুণ্যার্থী মানুষকে। মন্দিরময় এই দক্ষিণ ভারতে ধর্ম মানুষের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে।

ট্রেন দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। দু'দিনের নতুন চেনা কত মানুষের মুখের মিছিল মনের আয়নায় ছায়া ফেলেছে। ক'দিনের জন্য এসে কত অজানাকে জানলাম, কত অচেনাকে চিনলাম। পথের দেবতা, তোমাকে প্রণাম, আবার যেন এই পথে ফিরে আসতে পারি।

(সমাপ্ত)

যম দ্বিতীয়ায় যম কবলে

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

২৩ অক্টোবর, আলমপুর ব্রীজে কাটোয়া-বারহারোয়া ট্রেন দুর্ঘটনায় আমার যা মনে হয়েছে সংক্ষেপে আমি একে একে আপনাদের কাছে জানালাম। অবশ্য এ লেখার কোনই গুরুত্ব নেই শুধু কিছু লোক ও অফিসারকে শক্র করা হবে।

(১) ট্রেনটি দুর্ঘটনায় পড়েছে কর্তব্যরত খালাসী ও তাদের তদারকী অফিসারের দোষে। আমি ব্যক্তিগত-ভাবে বহু আহত যাত্রী ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে যে একই কথার পুনরাবৃত্তি পেয়েছি তাহোলো ব্রীজের কাছে কাজ চলছিলো, ট্রেন আসার আগেই আরো লেটে আসবে ধরে নিয়ে তারা সবাই একসঙ্গে বেশ দূরে আড্ডা মারতে বা চা খেতে গেছিল, লাল পতাকা না টাঙ্গিয়ে লাইনের ফিস্‌প্লেট খুলে রেখে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা এ নিয়ে খালাসীদের মধ্যে তর্কাতর্কিও হয়। হঠাৎ ট্রেণের শব্দে ও ধোঁয়া দেখে এদের মাথা খারাপ হয়ে যায়, একজন ছুটতে ছুটতে এসে যখন পতাকা হাতে নিয়েছে তখন গাড়ী মরণফাঁদের হাত কয়েক আগে নিশ্চিন্ত মনে বেশ স্পীডেই আসছে। ড্রাইভার জীবনপণ করে হতভম্ব অবস্থায় তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষলে ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হলেও ওপারে কোনক্রমে পৌছে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বগি আগেই উল্‌টে যায় ও তার টানে প্রায় পেড়িয়ে যাওয়া ১নং বগি (যাতে অন্ততঃ দুশো মানুষ ছিল) আবার পিছিয়ে এসে নদীতে পড়ে, পড়ার আগে আশ্চর্যজনকভাবে ইঞ্জিনের সঙ্গে ১নং বগির হুকটা খুলে যাওয়ায় তাকে নিয়ে পাতালে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তখন মহাবিপদ দেখে ঐ সব খালাসীরা পালিয়ে যায়। এদিকে মরণ চিৎকার, বীভৎস আর্তনাদ শুনে আলমপুর, কানুপুর ও পার্শ্ববর্তী আরো ২।৩টি গ্রামের মানুষ শাবল, কুড়ুল, হাতুড়ি নিয়ে, উদ্ধার করতে ছুটে আসে। অপরদিকে শুরু হয় ছিনতাই। প্রশ্ন হোলো, রেল লাইনে কাজ হচ্ছে এটা কি জঙ্গিপুর রোডের কর্মীরা জানতেন না? জানলে, কেন ড্রাইভারকে বলা হয়নি? না জানলে, কেন ধুলিয়ান একে জানায়নি? শুনছি খালাসীরা ধুলিয়ান থেকে ডিপারচার নিয়েছিল? তদন্ত করে এদের যে দোষী তাকে এখনই বরখাস্ত করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত খালাসী ও তাদের অফিসারকে কোন কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ না দিয়ে চাকরি কেড়ে নিয়ে জেলে অন্ততঃ পাঁচ বছর পুরে দেওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ ড্রাইভার বা যে ব্রেক কষেছিল তাকে পুরস্কৃত করা উচিত, তার ক্ষিপ্রতায় আরো পাঁচশো মানুষ বেঁচে গেছে।

(২) রেডিও, খবরের কাগজের রিপোর্টার যারা অন্ততঃ সন্ধ্যাবেলা ঘটনাস্থলে পৌছেছিল তাদের কাছে কে রিপোর্ট করলো জেলার সব পদস্থ অফিসাররা ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌছে গেছিলেন এবং দারুণ ত্রাণকার্য্য করেছেন? তাঁরা কি জানেন ১০-৪

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যম দ্বিতীয়ায় যম কবলে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এ দুর্ঘটনা, ডি, এম বা এ, ডি, এম বেলা দুটোর আগে কেউ আসেননি, এস, পি আমাদের সামনে ঘটনাস্থলে পৌঁচেছেন বেলা আড়াইটের সময়। তখন নাম নেবার জন্যে ও রিপোর্টারকে চেহারা দেখাবার জন্যে আমরা ওখানে বসে ছিলাম না। লোকসভা নির্বাচনে টাটকা যারা লড়তে যাচ্ছেন লজ্জাহীন-ভাবে শুনলাম তারা ও তাদের জেলার নেতারা নিজ নিজ কর্মীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সরকারী সাহায্য (?) পৌঁছবার আগে ঘটনাস্থলে পৌঁচেছে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ হাজারে হাজারে। তবে উদ্ধার করেছে প্রায় জনা ত্রিশেক যুবক ও লোক এবং আমাদের দল পৌঁছে ১১টা লাস, ৩০।৪০ বস্তা চাল, কয়লা বের করেছে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। আমরা আহত ৫।৭ জন লোক ও মেয়েকে এখানে উপস্থিত ও সুন্দরভাবে কর্ম্মরত মহেশাইল হেল্‌থ সেন্টারের ডাক্তার, নার্স ও জঙ্গিপুর হাসপাতালের ৩।৪ জন ষ্টাফের সহায়তায় ফার্ষ্ট এড্ দিয়ে নাম লেখা করিয়েছি। রঘুনাথগঞ্জ থানার বড়বাবুকে লাশগুলোর ভেতর ও সামনের পকেট থেকে টাকা, সিকি, আধুলি প্রায় ২০০/২২৫ টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। আমার সামনে অন্ততঃ কার কাছে কত পাওয়া গেল তার হিসেব কেউ রাখেননি। ফেরত কিভাবে দেবেন জানি না। মহকুমা শাসককে আসল জায়গায় দেখা যায়নি। লোকে বলাবলি করছে যখন উদ্ধার চলছে তখন যারা চেহারা দেখাবার জন্য তার কাছে ঘোরাঘুরি করছিল তাদের সঙ্গে মস্করা করে তিনি নাকি মন্তব্য করেছেন 'বাঃ এতো স্বেচ্ছাসেবক! শহরের পুকুরগুলোর কচুরিপানা তাহলে এদের দিয়েই পরিষ্কার করাতে হয়!' এমনিতে তাঁর ব্যবহার সম্বন্ধে যা শোনা যাচ্ছে তাতে তিনি এ কথা বলতেও পারেন। দুঃখের কথা একজন মহকুমা শাসক স্থানীয় নেতৃত্বে থাকা সত্ত্বেও (ক) বিকৃত সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হোলো দিল্লী পর্য্যন্ত। (খ) ডি, এম, ও ছাড়া কেউ না থাকলেও জেলার পদস্থ অফিসাররা রেলমন্ত্রীর কাছে সুনাম পেলেন। (গ) হাসপাতালে অপদার্থ এস, ডি, এম, ও কে বলে রাত্রিতে জেনারেটরের ব্যবস্থা করতে পারেননি। ঐভাবে বীভৎস ঘটনার মোকাবিলা করা যায় না (ঘ) আমি নিজে এস, ডি, ও অফিসে সন্ধ্যায় ফোন করা সত্ত্বেও এস, ডি, ও জেলাব্যাপী বাস ষ্ট্রাইকের ব্যাপারে ডি, এম এর সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে বেলা বারোটায় (পরদিন) আমাকে বললেন 'সময় পাইনি, দেখি কি করা যায়।' যেন আমি নিজের জন্যে সিমেন্ট চাইতে গেছিলাম! হাজার হাজার মানুষ নিজের কেউ মরে গেল কিনা সারা রাত ভেবে ভেবে মরেছে, তারা সকালে গ্রাম থেকে কেউ আসতে পারছে না বাস ষ্ট্রাইকের জন্যে। কিন্তু প্রশাসনের কাছে এটা কোন ব্যাপারই না। যে মালিকরা এতবড় জাতীয় বিপর্যয়ে নিজেরা 'বন্ধ' তুলে নেয়না তাদের বাধ্য করানো উচিত ছিলো প্রশাসনিক চাপ দিয়ে বাস রাস্তায় নামাতে। এস ডি ও বহরমপুরও নাকি বলেছেন এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। শ্রমিকদের প্রতিনিধিকে নিজের চেম্বারে বসিয়ে রেখে ভেতরের ঘরে দুজন বাস মালিকের সঙ্গে মিনিট পাঁচেক কাটিয়ে চেম্বারে এসে বহরমপুর এস ডি ও সদম্ভে ঘোষণা করলেন 'না এরা ষ্ট্রাইক তুলছেন না আমার আর কি করার আছে?' সব আমলার চরিত্রই এক। এরাই সব সরকারকে ট্রেনের বগিটা ডোবার মতো ডোবায়। এস ডি এম ও জঙ্গিপুরকেও সাসপেণ্ড করা উচিত। দুপুরে লাস আর অর্দ্ধমৃতের মিছিল যেখানে আসছে (প্রশাসন না হয় ভি, আই, পি, সম্বর্ধনায় ব্যস্ত ছিল) সেখানে তিনি লাইটের ব্যবস্থা করেননি, ঐ কি চিকিৎসা?

৪) শহরের গৌতম রুদ্র, বেনু চ্যাটার্জ্জী, চঞ্চল গোস্বামী ও আরো ২/১ জন এবং ঘটনাস্থলের ২০/৩০ জন মানুষ যেভাবে জীবন বিপন্ন করে উদ্ধার কাজ করেছে তাতে তাদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করা উচিত। আমার নিষেধ সত্ত্বেও তারা মানুষ উদ্ধারের জন্যে ছাদের ফুটো দিয়ে বা গেট দিয়ে ঐ মরণ কূপে ঢুকেছে আর বেরিয়েছে। দুজনকে এ টি এস দিতে হয়েছে। আর কাগজে নাম বেরুলো কিছু ভোট ভিখারী আর জেলার পদস্থ অফিসার-দের। আচ্ছা এতদিনে বে ধহয় ১ লক্ষ টাকার পেট্রল পুড়লো, ডজন তিনেক ভি আই পি আর অগণিত উচ্চপদস্থ অফিসার ঘটনাস্থলে এলেন গেলেন কিন্তু আসল কাজটা কতদূর এগুলো?

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
পাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

এ পক্ষের চাষবাস

১লা—১৫ই কার্ত্তিক

ধান ঃ

দেশী ধানের জমিতে এ সময় জলের যোগান ঠিক রাখুন। গন্ধীপোকার আক্রমণ লক্ষ্য করলে একর প্রতি ১০-১২ কেজি বি, এইচ সি, ১০% গুঁড়ো ছড়ান বা প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসাবে বি, এইচ, সি, ৫০% গুঁড়ো মিশিয়ে স্প্রে করুন।

আলু ঃ

যাঁরা জলদি আলু তুলতে চান, তাঁরা এ পক্ষের মধ্যেই বীজ লাগানো শেষ করুন। কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী অলঙ্কার, কুফরী লাউকার, আপ-টু-ডেট প্রভৃতি জাতের আলু এখন লাগানো যাবে। সারের মাত্রা জানার জন্য আগের সপ্তাহের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। যাঁরা গত মাসে আগাম আলু বীজ বসিয়েছেন, তাঁরা ৩ সপ্তাহ পরে একরে ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে ভেলী বেঁধে দিন।

সরষে ঃ

এপ্রেষ্ট মিউটেন্ট জাতের রাই ছাড়া অন্যান্য জাতের রাই বা সরষে এ পক্ষের মধ্যেই বুনে ফেলুন। রাই ও সরষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ জানার জন্য আগের পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। আগের পক্ষে বোনা টোরি সরষের জমিতে বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পরে একরে ৮ কেজি হারে এবং রাই এর জমিতে বীজ বোনার ৫ সপ্তাহ পরে একরে ১০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করুন। অসেচ এলাকার রাই সরষের চাষে চাপান সার দেবেন না।

আখ ঃ

এ সময়ে আখ লাগানোর ভাল সময়। জমি তৈরীর সময় আখের জমিতে সার লাগবে একরে ৩২ কেজি নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি ফস্‌ফেট ও ২৪ কেজি পটাশ। আখ লাগানোর নালীতে সার দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে আখের শোধন করা টুকরো লাগান।

ডাল ঃ

সারা পক্ষ ধরেই মুসুরের বীজ বোনা চলবে। মুসুরের ভাল জাত হল বি-৭৭ ও সি-৩১। বীজ লাগবে একরে ১২-১৪ কেজি। জমি তৈরীর সময় সার লাগবে একরে ৮ কেজি নাইট্রোজেন ও ১৬ কেজি পটাশ।

শাক-সবজী ঃ

এখন সব রকম শীতকালীন শাক-সব্জীর চারা বা বীজ লাগাতে পারেন। আগেই লাগানো ফুলকপি ও অন্যান্য সব্জীর ক্ষেতে সময় মত চাপান সার দিন।

ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭১

/naa

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন থেকে আহিরণের পথে ফল্গু সেতুতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কিছু ডাক্তার ঘটনাস্থলে আসেন। আজিমগঞ্জ থেকেও রেলের একটি মেডিকেল ইউনিট ঘটনাস্থলে হাজির হয়। জানা গিয়েছে, যে বগিটি জলের মধ্যে ডুবে আছে সেটি ভেণ্ডার কামরা। কিন্তু বাস বন্ধ থাকার জন্য ওই কামরায় বহু যাত্রী উঠেছিলেন। কয়েক বস্তা চাল পাওয়া গিয়েছে ওই ডোবা বগি থেকে। আজ বিকেলের পর থেকে ঘটনাস্থলে জড় হওয়া হাজার হাজার লোককে পুলিশবাহিনী ওই স্থান থেকে সরিয়ে দেয়। বিশ্বস্ত সূত্রের খবরে জানা গিয়েছে, প্রায় ৫৭ জন যাত্রী নিখোঁজ হয়েছেন। ওই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল বারি ও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী টি এ পাই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন। রেলমন্ত্রী বলেন, এই রেল দুর্ঘটনার তদন্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তবে তিনি এটা অন্তর্ঘাত বলে মনে করেন না। রেল বিভাগের কর্মীদের গাফিলতিতে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁর ধারণা। তিনি বলেছেন মৃতদের পরিবারের লোকজনদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং একটি ক্লেম কমিশন গঠন করা হবে। ওই কমিশন এক মাসের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করবেন। সেই রিপোর্টের সুপারিশে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের লোকজনদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে সংকার করার জন্য মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের লোকজনদের ১ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। তাঁর ধারণা কিছু মৃতদেহ এখনও ওই ডুবে থাকা বগির নীচে থাকতে পারে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে কলকাতা হয়ে দিল্লী ফিরে যাওয়ার পথে রেলমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন, নিহতদের পরিবারবর্গকে ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

জলমগ্ন বগি দুটি এখনও তোলা হয়নি। ওই বগিগুলির যাত্রীদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এর পর মৃতদেহ সনাক্ত করা অসম্ভব হবে বলে অনেকের আশঙ্কা। আজ লোকসভার প্রাক্তন সদস্য আর এস পি দলের নেতা ত্রিদিব চৌধুরী, রাজ্য কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অকুস্থলে আসেন। আর এস পি দলের পক্ষ থেকে ১৪ জনের নিখোঁজের একটি তালিকা রেলমন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তিদের পরিবার পিছু একজনের চাকরি ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। উদ্ধারকার্যে গ্রামবাসী ও রঘুনাথগঞ্জ শহরের যুবকদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

আজ রাজ্যের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং বিশেষ মেল ভ্যানে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন। এই লাইনের ট্রেনগুলিকে বিভিন্ন লাইন দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কতজন মারা গেলেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেখা যায়নি। আমাদের সংবাদদাতাকে কেউ কেউ বলেছেন, তাঁরা সেই লালগাড়িতে বেশ কিছু মৃতদেহ দেখেছেন।

রেল বিভাগই দায়ীঃ দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে রেল বিভাগ মুখ খুলছেন না। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা জানালেন, এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার জন্য রেল কর্মীরাই দায়ী। গতকাল সকাল থেকেই লাইন মেরামতির কাজ চলছিল। সকালে ডাউন কামরূপ এক্সপ্রেস যাওয়ার পর লাইনের নাটবোল্ট ও ফিসপ্লেট খুলে নেওয়া হয়। এ সময় গ্যাংম্যানদের মধ্যে কোন কারণে ঝগড়া বেধে যায়। তার পরেই তারা দল বেঁধে কুল খেতে যায় এবং প্রায় ১ কিমি দূরে একটি গাছের ছায়ায় জলপান করতে বসে। ঐ সময়েও এরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে এবং তাতে লাঠি-সোটাও নাকি ব্যবহৃত হয়। গ্রামের অনেকেই এ দৃশ্য দেখেছেন বলে জানান। ওই সময় হঠাৎ ট্রেন এসে পড়তে দেখা যায়। একজন দৌড়ে গিয়ে লাইনের ধারে লালঝাণ্ডা দেখায়। চালক ইঞ্জিনের গতি নিয়ন্ত্রণের অবকাশ পেতে না পেতেই ভয়ঙ্কর সর্বনাশটি ঘটে যায়। গ্যাংম্যানরা তখনই পালিয়ে যায়। তারা আজও পলাতক। এখন প্রশ্ন, গাড়ী আসতে দেখে দৌড়ে গিয়ে লালঝাণ্ডা দেখাতে হল কেন? আর লাইনে কাজ চলাকালে লাল সংকেত রাখা হয়নি কেন?

নিহতদের নাম

সত্যনারায়ণ ভকত: ২৩ অকটোবর ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছেন এবং সরকারীভাবে যাঁদের মৃত্যু সংবাদ স্বীকৃত হয়েছে, জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে প্রাপ্ত তাঁদের নামের তালিকা এখানে দেওয়া হল।

১) কালী ঘোষ (৩৫), বারহারোয়া, এস পি ২) অজ্ঞাত ৩) আলতাব সেখ (৪১), যুগর, সাগরদীঘি ৪) নওসাদ সেখ (২৫), নয়নসুখ, ফরাক্কা ৫) সুষমাবালা দাসী (৫৬), ভূমিহর, সাগরদীঘি ৬) নজর আলি সেখ (৫২), ছাবঘাটি, সুতি ৭) মাঙ্গনিয়া বিবিদাস (২৬), বারহারোয়া, এস পি ৮) সাবেরুদ্দিন সেখ (৪২), মহাদেবনগর, ফরাক্কা ৯) রবা সেখ (২৮), হাজারপুর, ফরাক্কা ১০) নিয়ামত সেখ (৫২), কড়াইয়া, সাগরদীঘি ১১) সরাদ্দি সেখ (২৩), যুগর, সাগরদীঘি ১২) কুদ্দুস সেখ (২২), যুগর, সাগরদীঘি ১৩) রাইফুল সেখ (২৮), নয়নসুখ, ফরাক্কা ১৪) হরমুজ সেখ (২২), অর্জুনপুর, ফরাক্কা ১৫) বিদিশ সেখ (৪০), বটতলা, ফরাক্কা ১৬) কুমার রাজমল্ল দাস (৪১), ভূমিহর, সাগরদীঘি ১৭) কার্তিকচন্দ্র সাহা (২৬), ছাবঘাটি, সুতি ১৮) বদরুদ্দি সেখ (৪৫), যুগর, সাগরদীঘি ১৯) তারকনাথ সাউ (৪১), ঘুষকরা, মুরারই ২০) অজ্ঞাত ২১) আমিনা বিবি (৫০), আহিরণ, সুতি ২২) লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিত (৪৪), কনকপুর, মুরারই এবং (২৩) শুকচাঁদ সিং (২৫), ইসলামপুর, সুতি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই দুর্ঘটনার মাত্র চারদিন আগে ১৮ অকটোবর রাত্রে খাগড়া ঘাট রোড ষ্টেশনে ডাউন গয়া প্যাসেনজার ট্রেনটি দুর্ঘটনায় পড়ে। একই লাইনে ঢুকে গিয়ে সানটিংরত একটি মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগলে বেশ কিছু ট্রেনযাত্রী অল্পবিস্তর আহত হন।

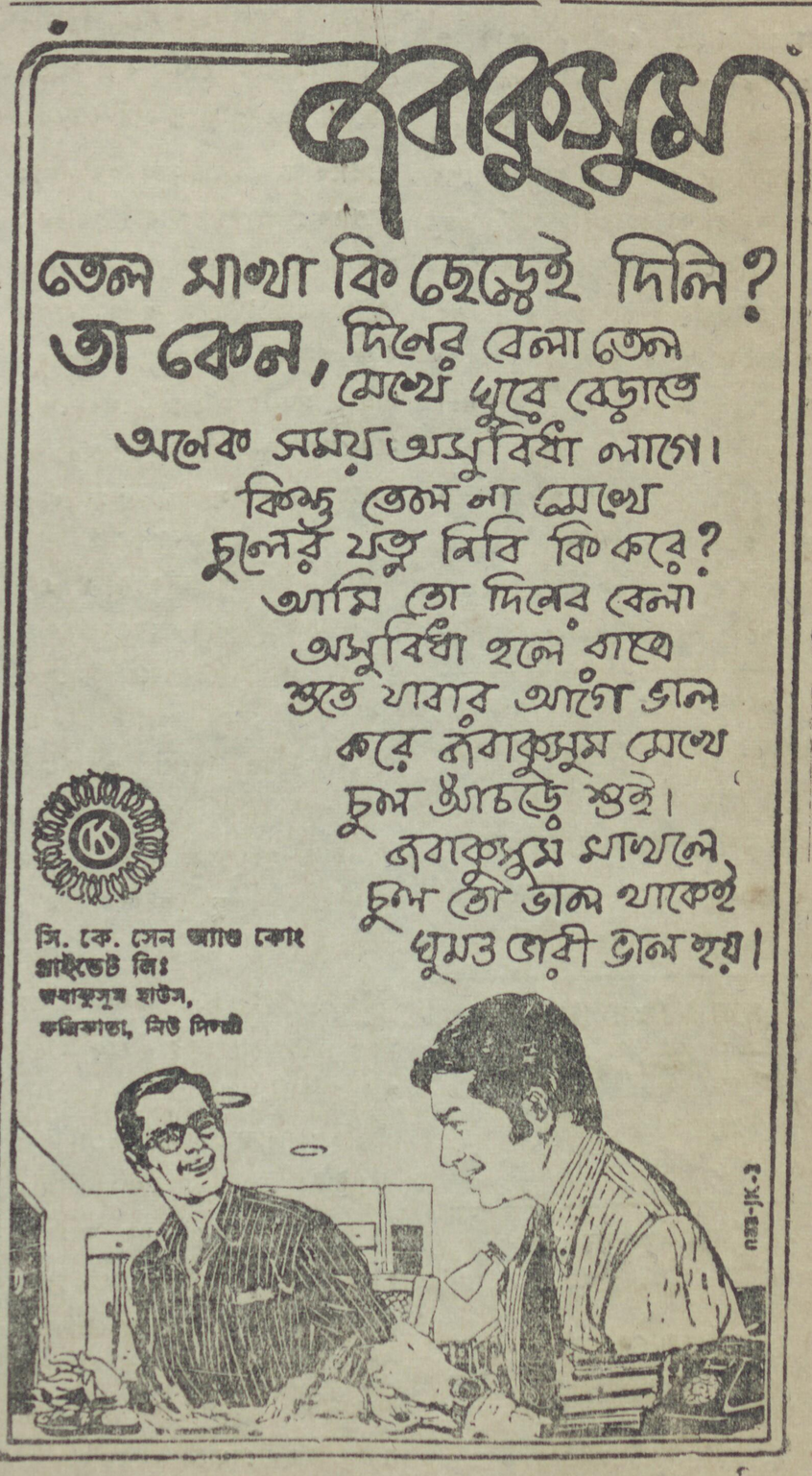

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।